পঃ বঃ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন শাসনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা - সম্ভাবনা ও বাস্তবতা

স্বাতী ঘোষ [43]

আর্থ-সামাজিক এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে বৈদ্যুতিন বিপ্লবের ছোঁয়া লাগেনি। সরকারও খুব দ্রুত এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে জনগনকে ভালো তথ্য ও পরিষেবা প্রদানের জন্য। বিশ্ব বা আঞ্চলিক যে কোন প্রক্ষিতই হোক না কেন গোটা বিশ্বের বৈদ্যুতিন শাসনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। সরকার তার তথ্য ও পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে একে উন্নত করেছে। ফলে উন্নত শাসন ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে কাম্য হয়ে উঠেছে। তাই আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে সরকার তার লক্ষ্য পুনঃ সংজ্ঞায়িত করতে সচেষ্ট। কেন্দ্র ও আঞ্চলিক স্তরে SMART সরকার গঠনে এটি আগ্রহী। কারণ ভারত সহ অন্যান্য জায়গায় বৈদ্যুতিন শাসনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয় SMART (S-simple, M-moral, A-accountable, R-responsive, T-transparent) সরকার প্রদান করা। এমন এক সরকার গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে যা স্মার্ট শাসন ও পরিষেবা প্রদান করে smart গ্রাম বা smart পৌরসভা বা smart রাষ্ট্র তৈরি করতে পারে। বৈদ্যুতিন শাসন হল সরকার কর্তৃক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ ইন্টারনেট, আঞ্চলিক তথ্য জাল ও মোবাইল প্রভৃতির ব্যবহার যা সরকারী পরিষেবা প্রদানে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রী করার দিকে নিয়ে যায়। তবে বৈদ্যুতিন শাসন বলতে শুধু ই-মেল নির্ভর সরকার বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারী পরিষেবা প্রদান বা বৈদ্যুতিন উপায়ে সরকারী তথ্য লাভ বা বৈদ্যুতিন মজুরি প্রদানকেই বোঝায় না, এটি জনগণের সঙ্গে সরকারের সংযোগ স্থাপন করে। এমন কি সরকারের সঙ্গে জনগণ কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে তার থেকেও বেশি পরিবর্তন নিয়ে আসে জনগণ নিজেদের মধ্যে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে তার উপর। তাই শাসনব্যবস্থাকে জনগণ কেন্দ্রিক গড়ে তোলার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সব রাষ্ট্র যখন আগ্রহী তখন শাসন ব্যবস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই প্রক্ষিতে সুশাসন ও বৈদ্যুতিন শাসনের মধ্যে সম্পর্কটি কেমন সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হবে।বর্তমান আলোচনায় সুশাসন ও বৈদ্যুতিন শাসনের মধ্যে সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংক, দ্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক,ফিউচার কমিউনিটি দ্য আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, দ্য ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচী [UNDP] মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি যেসব নথি পেশ এবং সেখানে সুশাসন পরিমাপের প্রধান মাপকাঠি হয় জনগনকেন্দ্রিকতা সে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হবে।

সুশাসন

---

[43] সহ-অধ্যাপিকা ,কুলটি কলেজ

শাসন হল সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া এবং যে প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা হয় বা হয় না। এই শব্দটি কর্পোরেট জগতে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমন আন্তর্জাতিক,জাতীয় ও আঞ্চলিক শাসনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অথবা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়।আর সুশাসনের ধারনায় এটি ব্যবহৃত হয় কিভাবে গনপ্রতিষ্ঠানগুলি গন কার্য-ঘটনাবলীর সঙ্গে সংযোগ সাধন করে ও মানবীয় অধিকার সচেতনতার দিক থেকে কিভাবে জনগণের সম্পদকে ম্যানেজ করতে পারে তার উপর।প্রকৃতপক্ষে সনাতন ধারনায় সুশাসনের অর্থ হল আইনের অনুশাসন, দারিদ্র দূরীকরন কর্মসূচী,রাজ্যগুলির সম্পদকে খুব ভালো ম্যানেজ করা, দূর্নীতি প্রতিরোধ এবং মানব অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদান। কিন্তু বিশ্বায়ন,বাজার ধারনার পরিবর্তন ও বাজারের ভূমিকা বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্রাইভেট বিভাগ ও নাগরিক সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শাসনের মধ্যে অনেক বেশি জনগনকেন্দ্রিক প্রবণতা গড়ে ওঠে।

সুশাসন[i] কখনই এমন নয় যে এটি হল সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্পর্কিত, বরং এটি হল সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া গঠন করা। ১৯৯২ সালে বিশ্বব্যাংক[ii] একটি রিপোর্ট পেশ করে Governance & Development শিরোনামে। এখানে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটি হল,সুশাসন হল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় উন্নয়নের জন্য একটি দেশের আর্থ-সামাজিক সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা। এখানে উপাদানগত চারটি দিকের কথা বলা হয় যা সুশাসনে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সেগুলি হল- ১] সরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা ২]দায়বদ্ধতা ৩] উন্নয়নের জন্য আইনগত পরিকাঠামো ৪]তথ্য ও স্বচ্ছতা। বিশ্বব্যাংক[iii] শাসনের ছয়টি মাত্রার উল্লেখ করেছে-১] কণ্ঠস্বর ও দক্ষতা ২] রাজনৈতিক স্থিরতা / অ-হিংসা ৩] সরকারের কার্যকারিতা ৪] নিয়ন্ত্রনমূলক গুন ৫] আইনের অনুশাসন ৬]দূর্নিতির নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ সুশাসন ধারনায় জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি পরিমানে বৃদ্ধি পায়।

দ্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক[iv] ১৯৯৫ সালে একটি লেখা পেশ করে যার শিরোনাম হল 'Governance ,Sound development Management'যেখানে শাসনের দুটি মাত্রার কথা বলা হয়েছে- রাজনীতি [যেমন-গনতন্ত্র,মানব অধিকার] ও অর্থনীতি[যেমন-গন সম্পদের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা] যেগুলি সুশাসন পরিমাপ গঠনে সাহায্য করে। এখানে সুশানের যে উপাদানের উপর জোর দেওয়া হয় তা হল-

- *দায়বদ্ধতা- জনগনের প্রতি সরকার ও কর্মচারীর দায়বদ্ধতা।*
- *অংশগ্রহন- সরকারী কাজকর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা।*
- *ভবিষ্যতবাণী করা*
- *স্বচ্ছতা - সরকারের কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।*

  দ্য আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক[v] ১৯৯৯ সালে সুশাসনের যে উপাদানগুলির কথা বলে তাতে দায়বদ্ধতা , স্বচ্ছতা , অংশগ্রহণ ছাড়াও দুর্নিতি হ্রাস[সরকারি কাজে] এবং আইনগত ও বিচারবিভাগীয় সংস্কারের উপর জোর দেয়।দ্য ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচী [UNDP] একটি নথি পেশ করে যার শিরোনাম হল-'স্থায়ী মানব উন্নয়নের জন্য শাসন'।এখানে শাসন হল আর্থ-রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের

প্রয়োগ যা একটি দেশের সমস্ত স্তরের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত।এখানে বর্ণিত উপাদানগুলি হল - ১]অংশগ্রহন ২]আইনেরঅনুশাসন ৩]স্বচ্ছতা ৪]দায়িত্বশীলতা ৫]সচেতনতামূলক ৬]সাম্য ৭]কার্যকারিতা ও দক্ষতা ৮]দায়বদ্ধতা ৯]কৌশলগত দৃষ্টি।

একইভাবে ফিউচার কমিউনিটি[vi] সুশাসনের কয়েকটি বিষয় উপর জোর দেয়,যেগুলি জনগণের অংশগ্রহণে জোর দেয়। সেগুলি হল- ১]জনগণের জন্য সত্যিকারের সম্মান ২] সব বাসিন্দাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি প্রতিজ্ঞা থাকবে যেখানে তারা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হবে বা নাগরিকদের পাশে দাড়ানো হবে।৩] সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা থাকবে।৩]যেকোন বিষয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা গ্রহনে জনগণকে উৎসাহিত করা। ৪] সম্বণয়মূলক পদ্ধতির প্রতি আস্থারাখা৫] প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ণ ও তা রক্ষণাবেক্ষনের উপর দায়বদ্ধতা গ্রহন করা।৬] আঞ্চলিক জনগণের জন্য সিদ্ধান্তের উপর প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য একটি ব্যবস্থা রাখা। যা অপরিবর্তিত থাকবে।

এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সরকারের দায়বদ্ধতা তৈরিতে নিশ্চিত পথপ্রদর্শনে কতকগুলি উপায় আছে। সেগুলি হল [vii]- ১] বাসিন্দাদের কণ্ঠস্বর শোনানোর জন্য ভালো প্রকাশিত পথ প্রদান করা। ২] বিস্তৃত তথ্য প্রদান করা।৩] পরামর্শদানের পদ্ধতি ও ফলাফল প্রকাশিত করা।৪] কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং কেন নেওয়া হল তা জানানোর ব্যবস্থা করা।৫] বাসিন্দাদের জন্য প্রতিক্রিয়া প্রদানের ব্যবস্থা করা ৬] সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাসিন্দারা যাতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পারে তার জন্য বিস্তৃত স্থানের ব্যবস্থা করা।৭] স্থানীয় এলাকায় অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে সে বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মতিদানের ব্যবস্থা করা।

বৈদ্যুতিন শাসন

প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যুতিন শাসন হল[viii] সরকারের জন্য একটি পদ্ধতি।যা উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করে নাগরিকদের অনেক বেশি সরকারী তথ্য ও পরিষেবা প্রদান করে।যা সরকারী পরিষেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতিতে জন অংশগ্রহণের পথ সম্প্রসারিত করে। কম মূল্যে উন্নত পরিষেবার ফলে জনগণ ও সরকারের মধ্যে সুসম্পর্কের পথ প্রশস্ত হয়। বৈদ্যুতিন শাসন হল সরকারের বিভিন্ন স্তর ও গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার।যা সরকারের উদ্দেশ্যপুরনে গুণগত মানকে বৃদ্ধি করে। কেওহান ও নাই[ix]-এর মতে,শাসনব্যবস্থা যা আনুষ্ঠানিক বা অ-আনুষ্ঠানিক যাই হোক না কেন গুরুত্ব দেয় পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠানের উপর। যা একটিগোষ্ঠীর যৌথ কার্যকলাপকে তত্বাবধান করে।

ইউনেস্কো বৈদ্যুতিন শাসনের যে সংজ্ঞা প্রদান করে তাহল,[x] বৈদ্যুতিন শাসন হল জনগণের বিভাগে ব্যবহৃত তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার। যার লক্ষ্য হল তথ্য ও পরিষেবার উন্নতি,সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা এবং সরকারকে আরো বেশি বেশি করে দক্ষ,স্বচ্ছ ও কার্যকর করা। এটি নতুন কৌশলে নেতৃত্ব , বির্তকের নতুন পথ এবং সিদ্ধান্তের নতুন নীতি ও বিনিয়োগের নতুন দিশা দেখাতে পারে। শিক্ষালাভের নতুন পথ , জনগণের নতুন সংস্থা এবং তথ্য ও পরিষেবা লাভের নতুন পথ দেখাতে

পারে। দ্য কাউন্সিল অফ ইউরোপ[xi] বৈদ্যুতিন শাসনের যে সংজ্ঞা প্রদান করে তা হল, জনগনের কাজকর্মের তিনটি এলাকায় বৈদ্যুতিন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার- ১]গন কর্তৃত্ব ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ২]গনতান্ত্রিক পদ্ধতির সমস্ত পর্যায়ে গন কর্তৃত্ব-এর ক্রিয়াকলাপ [বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র] ৩]গন পরিষেবার ক্ষেত্র [বৈদ্যুতিন গন-পরিষেবা] ।

শাসন ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ব্যবহারকে বৈদ্যুতিন শাসন বলা হয়। এটি ব্যবহার করা হয় সরকারের সঙ্গে জনগণ, সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর, এবং সরকারের অভ্যন্তরে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। এর লক্ষ্য হল মেল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে শাসনের মধ্যে জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে সরল ও উন্নত শাসন ব্যবস্থার গঠন করা। সরকারের পরিষেবা প্রদানের জন্য বৈদ্যুতিন শাসনে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধারণত জনগণ ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যায় (IT) যেসব পদ্ধতি[xii] ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল -

- ই-মেল
- ইন্টারনেট ওয়েব সাইটের প্রকাশ
- এস এম এস-এর সংযোগ
- ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি করা

জনগনের তথ্য লাভের উপায় বৃদ্ধি হবে।সরকার ও নাগরিকের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করতে বৈদ্যুতিন শাসনের লক্ষ্য হল[xiii] এমন এক কাঠামো তৈরি করা যাতে জনগণের থেকে প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসা এবং জনগণের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।সরকারী পদ্ধতিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করে। জনগণের সামনে তথ্য তুলে ধরে সরকারী নীতিতে স্বচ্ছতা নিয়ে আসে ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। কারন দ্রুত ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় শাসন ব্যবস্থায় গতি বৃদ্ধি পায়। কাগজ নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ায় নিশ্চল ব্যয় [stationary cost] হ্রাস পায়।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান আলোচনায় বৈদ্যুতিন শাসনের প্রভাব গ্রামীণ ভারতে কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে পঃবঃ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম ২নং ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমীক্ষার মধ্যে রাখা হয়। কারণ বৈদ্যুতিন শাসন প্রয়োগে বর্ধমান জেলাকে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে রাখা হয়েছে এবং আউসগ্রাম ২ নং ব্লক হল তাদের মধ্যে আন্যতম।তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষন পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে। ব্লকের অধীন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিন শাসনের পর্যায় নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এটি কতটা কার্যকর সেটি চিহ্নিত করা হবে। সরকারি নথি পর্যালোচনা করে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এটি কতটা সক্ষম সেটি পর্যালোচনা করা হবে। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মী,নির্বাচিত সদস্য ও তথ্য মিত্র কেন্দ্রগুলির সদস্যদেত্র সাক্ষাৎকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিন শাসনের প্রধান সমস্যা ও তা সমাধানের বাস্তব

পথ দেখানোর চেষ্টা হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বিশেষজ্ঞদের চিন্তা ও ধারনাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং সন্মিখিত ব্লকের পর্যবেক্ষনের মধ্য দিয়ে বাস্তব সমস্যা কোথায় এবং তা কিভাবে দূর করা সম্ভব তা দেখানো হবে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রেক্ষিত

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ছাড়াও তৃণমূল স্তরে স্বাধীন স্ব- নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হল এমন একটা পর্যায় যেখানে জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে একদম নিম্নস্তরে উন্নয়ন মূলক ক্ষমতাকে প্রয়োগ করা যায়।ভারতে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গে জেলা পরিষদ,পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত - এই তিনটি স্তরের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় এলাকার মানুষদের নিযুক্ত করা হয়। তৃনমূল স্তরে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে গ্রাম পঞ্চায়েত অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে গ্রামসভা,গ্রামসংসদ,গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সাধারন মানুষের অনেক নিকট হয়ে উঠেছে। সরকারের কাজের গতি আনতে ভারত সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তথ্য - প্রযুক্তি যে প্রয়োগ ঘটাতে চান তার বাস্তবায়ন ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল পঞ্চায়েতের কাজ ও ব্যবস্থাকে জনমুখী করে গ্রামীন জীবনের সমস্যা ও সংকট কিছুটা লাঘব করা।বর্ধমান জেলার বর্ধমান সদর উত্তর মহকুমার অন্তর্গত আউসগ্রাম ২ নং ব্লক হল একটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক যেখানে বেশিরভাগ অঞ্চল হল কৃষিপ্রধান।দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কৃষিকাজে সাহায্য করে। এর অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি হল-অমরপুর, ভাল্কী, ভেদিয়া, দেবশালা, এরাল, কোটা এবং রামনগর।এছাড়া আছে রমনাবাগান ওয়াইল্ড লাইফ সাঞ্চুরি মতো প্রজেক্ট। তাই এই ব্লক আলোচনায় আলাদা মাত্রা পেয়েছে।

বৈদ্যুতিন শাসন ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক

বৈদ্যুতিন শাসন ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্কটি যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে সুশাসন হল সরকারের প্রধান লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর হাতিয়ার হল বৈদ্যুতিন শাসন। তাই বৈদ্যুতিন শাসন শব্দটি ব্যবহৃত হয় কম্পিউটার ও ওয়েবসাইট ভিত্তিক নয় বরং জনগণ ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে শাসন প্রক্রিয়ার পরিষেবা প্রদান সম্বন্ধীয়। এই শাসন তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করে তথ্য প্রবাহে গতি নিয়ে আসে এবং সরকারের কাজের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে, প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে নাগরিক ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় যোগাযোগা গড়ে তোলে। যা বৈদ্যুতিন শাসন ও সুশাসনের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলে। কারণ বৈদ্যুতিন শাসনের লক্ষ্যগুলি হল-

- *জনগণের প্রতি অনেক ভালো পরিষেবা প্রদান*
- *ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে আসা*
- *তথ্যের মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতাশালী করা*
- *সরকারের মধ্যে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে আসা*
- *শিল্প ও ব্যবসায়িক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করা।*
- *মধ্যস্বতাকারী [Middle man] ও দূর্নীতির অপসারণ করা ।*

তাই এই বৈদ্যুতিন পদ্ধতির মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। সেগুলি হল[xiv] -

- *কাগজের ভারপ্রাপ্ত দপ্তরগুলিকে কাগজহীন করা।*
- *তথ্য সঞ্চয় ও বিতরণের জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার।*
- *তথ্যের বিস্তার তৈরি করতে আঞ্চলিক এলাকা ও বিস্তৃত এলাকার মধ্যে সংযোগ সাধন।*
- *ভৌগোলিক দূরত্বকে উপেক্ষা করার জন্য গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ সাধন।*
- *ইন্টারনেট ও ইন্টারানেটের মাধ্যমে সংযোগ সাধন।*
- *সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করা হয়।*

সুশানের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন শাসনের চারটি স্তম্ভ আছে যা বৈদ্যুতিন শাসনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। সেগুলি হল[xv]**–**

পদ্ধতি	সহজ–সরল	দক্ষতা	জনগনকেন্দ্রিকতা	স্থায়িত্ব	মূল্য–কার্যকারিতা
জনগণ	লক্ষ্য	নেতৃত্ব	প্রতিশ্রুতি	পারদর্শিতা	পরিবর্তন
প্রযুক্তিবিদ্যা	স্থাপত্য	মুক্ত–মান	বিশ্বাসযোগ্যতা	কর্মপরিধি	নিরাপত্তা
সম্পদ	নান্দনিক	দক্ষ	পরিষেবা কেন্দ্রিক	স্থায়ী	পর্যাপ্ত

এই চারটি স্তম্ভের মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ধ্বনিত হবে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের কান পর্যন্ত সেটা পৌঁছে যাবে।আর অনলাইন ভোটদানের মাধ্যমে সেই প্রতিনিধিদের নির্বাচন করতে হবে যারা যোগ্য।সম্পূর্ণ যোগ্যতার উপর নির্ভর করে এই ভোট প্রদান হবে।তাইতো World Economic Forum**–এ দীপক কাপুর[নভে ০৭,২০১২]** [xvi]**বলেছেন,সুশাসন লাভ করা যায় স্বচ্ছতা বাড়িয়ে এবং শাসনব্যবস্থায় জনগণের অন্তর্ভুক্তীর মধ্য দিয়ে। স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তথ্যপ্রদান আর জনগণের অন্তর্ভুক্ত হবে সরকারী নীতি ও কর্মসূচীতে।যা সবসময় ফলাফল ভিত্তিক হবে।আর ভারত সরকারও ২০১৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর**[xvii] **একটি সংবাদের তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করে যাতে বলা সুশাসনের স্তম্ভ হল–অংশগ্রহন,দক্ষতা, স্বচ্ছতা,দায়বদ্ধতা ও কার্যকারিতা লাভ করা যাবে ডিজিট্যাল ভারতের মাধ্যমে।এর জন্য কিছু কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে** -My Government**[নাগরিক অংশগ্রহণকারী স্থান],আধার[যা ব্যায়োমাত্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল],জীবন প্রমাণ, বৈদ্যুতিন সম্পর্ক,জাতীয় ডিজিট্যাল স্বাক্ষরতা মিশন,বৈদ্যুতিন শাসন পারদর্শিতা পরিকাঠামো -তৈরি করা হয় যা শাসনকে প্রতিরক্ষা করতে পারে।**

বৈদ্যুতিন শাসনের বাস্তব প্রয়োগ

বৈদ্যুতিন শাসন প্রসারে ভারতের অবস্থান

বৈদ্যুতিন শাসন ব্যবস্থা প্রসারে ভারত সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করে।কারন বৈদ্যুতিন শাসনের লক্ষ্য হল জনগণের জন্য এমন জায়গা তৈরি করা যাতে তাদের উন্নতির প্রতিটি

পদক্ষেপে অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়। ভারতে বৈদ্যুতিন শাসন প্রসারের দুটি পর্যায়[xviii] আছে–

প্রথম পর্যায়– এই পর্যায়ের সময়কাল হল উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ/ সত্তরের দশকের প্রথম থেকে শুরু করে নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের উপর।

দ্বিতীয় পর্যায়–নব্বই দশকের পর থেকে এই পর্যায় শুরু হয়। জাতীয় স্তরে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বাহিনীর অংশে তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার এবং রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার নীতি তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যাতে বিস্তৃত এলাকায় বিভাগীয় কাজকর্ম পৌঁছাতে পারে বহু মানুষের মধ্যে গ্রামীন ও নগরের অঞ্চলের বহু মানুষের মধ্যে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভারত সরকার বৈদ্যুতিন বিভাগ স্থাপন করে ১৯৭০ সালে এবং বৈদ্যুতিন শাসনে প্রথম পদক্ষেপ গৃহিত হয় ১৯৭৭ সালে জাতীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে। ১৯৯৯ সালে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা স্থাপন করা হয় ২০০০সালের মধ্যে। ১২ টি সর্বনিম্ন বিষয়সূচি বৈদ্যুতিন শাসনের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত বিভাগে এই ব্যবস্থা চালু করার কথা বলে।তারপর ২০০৬ সালে জাতীয় বৈদ্যুতিন শাসন [NEGP][xix] আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচী গৃহিত হয়[xx] বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ [Department of Electronics & Information Technology –DEITY] এবং প্রশাসনিক সংস্কার ও জনগন বিভাগে [department of Administrative Reforms & Public Grievances- DARPG] । এখানে ২৭ মিশন মোড কর্মসূচী[Mission Mode Project-MMPs] ও ১০ উপাদান[components] সহ গৃহিত হয়। এর লক্ষ্য হল জনগণ ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রতি সরকারের পরিষেবা উন্নত করা। সাধারন জনগণকে দক্ষ,স্বচ্ছ ,নির্ভরযোগ্য পরিষেবা প্রদান করা যাতে তারা নিজেদের সাধ্যের মধ্যে নিজেদের চাহিদা পূরণ করতেপারে।

পঃ বঃ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন শাসন[xxi]

২০০৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও AMD [Advanced Micro Devices] সাফল্যের সঙ্গে পঃবঃ পঞ্চায়েতে[১৯টি জেলায় ২১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে] বৈদ্যুতিন শাসন সম্পূর্ণ করেছে। এর লক্ষ্য হল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে কার্যকর শাসন গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে জাতীয় তথ্য কার্যালয়ের সাহায্য নেওয়া হয়। Centre for Development of Advanced computing -এর নির্বাহী পরিচালক এ বি সাহা বলেছেন,[xxii] বৈদ্যুতিন শাসনের লক্ষ্য হল গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা। গ্রাম পঞ্চায়েত ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থায় [GPMs] কার্যকর ও বিকেন্দ্রিকৃত শাসন প্রদান এবং গ্রামীণ এলাকার মান উন্নয়নে এটি পরিকল্পিত করা হয়।

পঃবঃ পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক রঞ্জিত কুমার মাইতি বলেছেন,[xxiii] এ এম ডির সাহায্যে একটি কার্যকর–ব্যয়, নতুনত্ব ও প্রমিত প্রযুক্তিগত সমাধান প্রয়োগে সক্ষম

হয়েছেন। যাতে পঞ্চায়েত রাজ ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ সক্ষম হয়েছে দ্রুত ফললাভে যাতে জনগণকে উচ্চমানের পরিষেবা প্রদান করা যায়।

এছাড়া আছে DRISTI{ Decentralized Rural Information Service & Technology initiatives] নামে কর্মসূচী। যার লক্ষ্য হল আদান-প্রদান ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিয়ে আসা,বিকেন্দ্রিকৃত তথ্য সরবরাহ করা ও রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা।Sri Sahaj E-villaga Limited ব্যক্তিগত কম্পিউটার নির্ভর তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহ করে তথ্যমিত্র কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। State wide area network[xxiv] পঃবঃ ওয়েবেল একগুচ্ছ শাসন প্রকল্প নিয়ে এসেছে যা জনগনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে WBSWAN হল যোগাযোগের উপযুক্ত কেন্দ্র। যেখানে তথ্য, কন্ঠস্বর ও ভিডিও যোগাযোগে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে BSNL-এর মাধ্যমে সমস্ত জেলা,মহকুমা ও ব্লকের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল-

- *@wb.gov.in-এ সরকারী ই-মেল প্রদানের ব্যবস্থা আছে।*
- *বর্তমানে বৈদ্যুতিন জেলা[e-district] পরিষেবা ব্লক অফিস থেকে জনগণের দিকে প্রদান করা হয় বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়িতে।*
- *WBSWAN -এর পরীক্ষা মূলক জেলা হল বর্ধমান।ব্লকের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের [২৭৭] সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। রেডিও সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি ভিডিও কনফারেন্স, ইন্টারনেট ও ই-মেল যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে।*

আউসগ্রাম ২নং ব্লকে বৈদ্যুতিন শাসনের বাস্তব প্রয়োগ সমস্যা ও তার সমাধান

বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম ২ নং ব্লকে সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিটিতে বৈদ্যুতিন শাসন প্রতিষ্ঠিত।এই পঞ্চায়েত গুলিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হয়,আয়ব্যয় হিসাব পর্যালোচনা করা হয়,১০০দিনের কাজের হিসাব[NREGA]রাখা হয়। তবে ইন্টারনেট পরিষেবা থাকলেও ওয়েবসাইটে অনলাইন কোন তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়নি।এই ব্লকের অন্তর্গত কোটা পঞ্চায়েতে সার কারখানা নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহনের সমস্ত কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে হওয়ায় দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এমনকি ভাল্কি জলপ্রকল্পে কম্পিউটারের ব্যবহার আছে। রামনগর পঞ্চায়েতে তিনটি, পঞ্চায়েতে প্রতিটি পঞ্চায়েতে একটি করে তথ্য মিত্র কেন্দ্র আছে।এতে শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ অনেক নিবিড় হয়েছে।ইলেকট্রিক বিল জমা,বাস বা রেল সংরক্ষন সহ নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে এটি যুক্ত। বৈদ্যুতিন শাসনের প্রথম পর্যায় এখানে লক্ষ্যনীয়। ব্লক ও পঞ্চায়েতের কর্মীরা কম্পিউটার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই বললেই চলে। প্রতিটী গ্রাম পঞ্চায়েতে ডাটা এনট্রি করার জন্য একজন করে কর্মী [অস্থায়ী] নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে জন্ম-মৃত্যুর নথিভুক্ত করনে যেমন তৎপরতা এসেছে তেমন পঞ্চায়েতের অন্যান্য কাজেও গতি এসেছে।পঞ্চায়েতের নিজস্ব ওয়েব সাইট না থাকলেও ব্লকের আছে। ব্লকের ওয়েব সাইট হল http://bardhman.gov.in/

তবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজে কম্পিউটার ব্যবহার হলেও অনলাইন সার্ভিসের ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে অনলাইন কোন ব্যবস্থা চালু করা যায় নি। ১০০ দিনের কাজে হিসাবপত্র কম্পিউটারে রাখা হলেও এর ফর্ম, মাহিনা প্রদান ও এই কাজের সম্পূর্ন তথ্য অনলাইনে পাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। মিড-ডে মিলের হিসাব, পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয় হিসাব অনলাইনে দেওয়া হয় না।এমনকি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে অনলাইন যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই।

এখন প্রশ্ন হল বৈদ্যুতিন শাসনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।প্রকল্প সম্পর্কে সরকারী দপ্তর গুলি প্রায় ক্ষেত্রে ওয়াকিবহাল থাকে না। ফলে এই কর্মসূচীগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। পঃবঃ সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। বৈদ্যুতিন শাসনের যে পরিকল্পনা পঞ্চায়েতে নেওয়া হয়েছিল তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছে। যে সব চ্যালেঞ্জের [জে কে নায়েক ২০০৫][xxv] সম্মুখীন হতে হয় তা তার সাধারণীকরণ করলে আউসগ্রাম ব্লকের সমস্যাগুলিও চিহ্নিত করা যাবে। তাহল-

- *অনুমোদিত অর্থ ব্যয়ের অক্ষমতা।এক্ষেত্রে আমালতন্ত্রের অনিচ্ছা বেশি লক্ষ্যণীয়।তারা আর্থিক বছরের প্রথম দিকে অর্থ ব্যয়ের অনীহা দেখায় কিন্তু পরে তা ব্যয় করার হুড়োহুড়ি বেশি চোখে পড়ে।*
- *কর্মসূচী প্রয়োগ ক্ষেত্রে মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি নেই। সংযুক্ত আধিকারিকরা শুধুমাত্র নির্ধারিত সময় ও মূল্য ব্যয়ের উপর জোর দেয়।*
- *সরকারের লক্ষ্য হল জনগন বা ব্যবহারকারীর সুবিধা লাভ করানো।কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা অন্ধকারেই থেকে যায়।*
- *বেশির ভাগ কর্মসূচী প্রযুক্ত হয় প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে সঠিক তথ্য লাভ অসম্ভব হয়ে দাড়ায়।*
- *পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে কম্পিউটার সম্পর্কে অজ্ঞানতা অনেক ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে।*
- *ইংরাজী ভাষার অজ্ঞানতা অনেক ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাড়ায়।*
- *তথ্যমিত্র কেন্দ্রগুলিতে সাধারন মানুষের তেমন কোন যাতায়াত নেই বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি অচল হয়ে গেছে।*

বৈদ্যুতিন শাসনের বাস্তব প্রয়োগ সমস্যার সমাধানে কিছু পদক্ষেপ

এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন সেগুলি হল-

- *অনেক বেশি টাকার লেনদেনের জন্য স্বচ্ছ হিসাব পদ্ধতি প্রয়োজন। যেখানে কোন খাতে কিভাবে কত টাকা ব্যয় করা হবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট হিসাব থাকা দরকার।*
- *সরকারী পদ্ধতি অনুযায়ী বছরে একটি বাজেট হলেও ম্যানেজাররা এত বেশি বাজেট করে,রক্ষনাবেক্ষন করে এবং নিয়ন্ত্রন করে যে এটিকে নিয়ন্ত্রন করা মুশকিল হয়ে পড়ে।*

- *কম্পিউটার সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হলে প্রত্যেকে কম্পিউটার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে।*
- *বৈদ্যুতিন শাসন সম্পর্কে যে কর্মসূচী গৃহিত হয় তাতে লক্ষ্য রাখা দরকার যে সবার কাছে যেন সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়।সেজন্য উপযুক্ত স্থানে প্রকল্প রূপায়নের উপর জোর দিতে হবে।*
- *কোন ধরনের জনগণের জন্য [SC,ST,BPL,GEN] কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।*
- *আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করতে হবে।*
- *তথ্যমিত্র কেন্দ্রগুলি যে সাধারন মানুষের জন্যই এই ধারনা গড়ে তুলতে হবে।*

উপসংহার

তবে সাধারন মানুষের জীবনে বৈদ্যুতিন শাসনের প্রভাব কেমন হবে তা প্রশ্নের বিষয়। কারণ বৈদ্যুতিন শাসন কখনই বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য - শিক্ষা দিতে পারে না। এটি যা করতে পারবে তা হল কোথায় বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাচ্ছে না, বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি কিভাবে কমানো যায়,প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের করতে পারবে। ভারতের বিচারব্যবস্থায় যদি বৈদ্যুতিন শাসনের দিককে তুলে ধরে মোবাইল এপস-এর মাধ্যমে তথ্যকে সমসাময়িক [আপডেট] করে তোলা যায় যা সাধারণ মানুষকে চটজলদি বিচার পাওয়ার সুবিধা দিতে পারে। বিচার ব্যবস্থার অর্থই যে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এই ধারনা আস্তে আস্তে বদলাবে।আর সবথেকে মঙ্গলজনক দৃঢ় পদক্ষেপ হবে যখন সাধারণ মানুষ তথ্যলাভের সুবিধার মধ্য দিয়ে দরিদ্র মানুষদের জীবনে যদি নিরাপত্তা ফিরে আসে। মিলটন কেন্স বলেছেন,সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটিমাত্র উপায় হল আঞ্চলিক জনগণকে তাদের প্রয়োজনীয়তা যে পূরণ করা হবে সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করা। বিশেষ করে বিশ্বায়নের যুগে নাগরিক সমাজের সচলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশানের ধারনায় এর জন্য এখানে বিকাশ নাথকে[xxvi] অনুসরণ করে বলা যায়,বৈদ্যুতিন শাসনের সব থেকে বড় অবদান হবে যদি বৈদ্যুতিন শব্দটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সব শক্তি, বির্বতন,সম্পদ ও পারস্পরিক সহযোগিতা একটি মাত্র মিশনকে উন্নত করতে সচেষ্ট সেটি হল শুধু ভালো পরিষেবা প্রদান নয়, নীতি নির্ধারন, সম্পদ বিতরণ,প্রয়োগ ও দেখভালের উপর জোর দেওয়া আর তৃণমূল স্তর পর্যন্ত জনগণকেন্দ্রিকতাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন পঞ্চায়েত স্তরে ভালো পরিষেবা প্রদান । আর এর জন্য প্রয়োজন উন্নত তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা। কারন জন্ম-মৃত্যু সংশাপত্র, স্থায়ী বাসিন্দার প্রমানপত্র লাভে সাধারন মানুষের যে অহেতুক হয়রানি তার থেকে রেহায় পাওয়া যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, কৃষি বিষয়ে বিশদ তথ্য পঞ্চায়েত খুব সহজে লাভ করায় সাধারন মানুষ যে কোন বিষয়ে তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতেই লাভ করছে ব্লক পর্যন্ত যেতে হচ্ছে না। তবে সুশাসন ও বৈদ্যুতিন শাসনের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব তখনই সবদিক থেকেই প্রাসঙ্গিক হবে যখন সাধারন মানুষের কাছে ইন্টারনেট সহজলভ্য হবে এবং আঞ্চলিক ভাষায় সেটি প্রকাশিত হবে।

তথ্যসূত্রঃ

[i] http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/what-is-good-governance/
[ii] *Good governance ; an overview[1999,8-9 sept], International fund for agricultural development, Sixty-seventy session, rome,Available at http://www.ifad.org/gbdocs/eb/67/e/EB-99-67-INF-4.pdf*
[iii] ***সিনহা আর,পি*** *[2006]:e-governance in india:initiatives & issues:concept publication company,new delhi,p-14*
[iv] *Good governance ; an overview[1999,8-9 sept],* ***পূর্বে উল্লেখিত।***
[v] ***ঐ***
[vi] *http;//www.future communities. Net/ingredient/53/*
[vii] ***ঐ***
[viii] *Vieet agarwal,manish mittal,lavanya rastogi;enabling e-governance, available at* www.e11online.com/pdf/e11_whitepaper2.pdf
[ix] *Shailendra c, jain palvia & sushil s Sharma; E-governance & E-government; Defination/Domain framework& status around the world,p-2, available at http://www.academia.edu/6283380/E-Government_and_E-Governance_Definitions_Domain_Framework_and_Status_around_the_World.*
[x] ***ঐ***
[xi] *E-governance; conceptual framework, available at* arc.gov.in/11threp/arc_11threport_ch2.pdf
[xii] ***প্রভু,চি,এস,আর*** *[2012] ; E-governance concept & case studies,new Delhi,Phi learning Private limited p-2*
[xiii] *indiaegovernance.blogspot.in/2008/03/e-governance-what-does-it-mean.html*
[xiv] ***সিনহা,আর,পি*** *[2006]:e-governance in india:initiatives & issues:* ***পূর্বে উল্লেখিত****,p-18*
[xv] ***মোহান্তি,পি,কে;*** *ushing e-tools for good governance & administrative reforms,p-3,available at http://www.cgg.gov.in/workingpapers/eGovPaperARC.pdf*
[xvi] *http;//forumblog.org/2012/11//*
[xvii] *http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114097*
[xviii] *Dr. Shirin madon ; evaluating the developmental impact of E-governance initiatives :An Exploratory framework, The electronic journal on information system in developing countries,p-1. available at http;//www.ejisde.org.*
[xix] *E-governance : initiatives in india,p-29 available at http://arc.gov.in/11threp/arc_11threport_ch4.pdf*
[xx] National e-Governance Plan**,**From Wikipedia, the free encyclopedia[2015
[xxi] *www.business-standard.com/article/press-releases/west-bengal-gram-panchayats-successfully-completes-egovernance-project-108091501073_1.html*
[xxii] ***ঐ***
[xxiii] ***ঐ***
[xxiv] *http://www.webel-india.com/wbswan.html*
[xxv] *Chitta Ranjan moharana & Debasish Rout : Barriers in Good Governance: anA study of Various E-governance Project in India:Asian Journal of Business & Economics,Vol-3,No-3,quarter-1,2013,p-7*
[xxvi] *Vikash nath; what come first;e-governance or good governance,vol-29,no-1,feb 2009,available at www.limehd.ernet,in*